২৬/৯/২০০৫

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ৬

মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ

তৃতীয় শ্রেণী বা বিভাগের অজুহাতে দেশের প্রায় সহস্রাধিক মেধাবী ও যোগ্য কর্মক্ষম ব্যক্তি হতাশায় দিনাতিপাত করছে। এ প্রসঙ্গে 'ইংরেজী' বিষয়ের কথাই ধরা যাক, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ কলেজগুলোতে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়, তাদের অতীত ফলাফল অর্থাৎ এসএসসি ও এইচএসসি উভয়ই ভাল এবং স্কুল পর্যায়ে প্রত্যেকেই ভাল ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে ছিল। অপরাধটা হলো তাদের ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হওয়া। কারণ উদাহরণস্বরূপ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথায় আসা যাক। সেখানে বিগত সালগুলোতে যারা অনার্স ও মাস্টার্স করতো তাদের সেকেন্ড ক্লাস ৪০%-এ হিসাব করা হতো। আরো মজার বিষয় হলো– তারা সাবসিডিয়ারী ইসলামী শিক্ষা বা ইসলামের ইতিহাস জাতীয় কোন বিষয় অধ্যয়ন করতো যাতে শুধু পাস করলেই চলতো। কিন্তু বর্তমানে সাবসিডিয়ারীকে করা হয়েছে রিলেটেড বিষয়– ফলে ছাত্র-ছাত্রীকে নির্ধারিত ইংল্যান্ড-এর ইতিহাস, গ্রীক, রোমান সভ্যতা এবং যত ইজম আছে– সেগুলোসহ সাহিত্যের নির্ধারিত বিষয় পড়তে হচ্ছে। যার ফলে সব ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে হচ্ছে। তার উপর আবার সেকেন্ড ক্লাস ৪৫%-এ হিসাব করা হচ্ছে। বিগত সালে সবাই যখন ৪০% নম্বর নিয়ে সেকেন্ড ক্লাস পাওয়ার গর্ব করছে, তখন আমরা ৪৪.৫% নম্বর নিয়েও বলতে হচ্ছে তৃতীয় বিভাগ। একেই বলে কপাল! তারপরেও আবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হুকুম তৃতীয় বিভাগ থাকা অন্যায়। যেখানে অন্য যে কোন বিষয়ে ১০ নম্বরের উত্তর লিখলে ৮/৯ পাওয়া যায়, সেখানে ইংরেজী বিষয়ে যত ভালই লেখা হোক ৬০% কখনো দেয়া হয় না। যদি কোন ভুল না হয় তাহলে ৫০% আর যদি একটু ভুল হয় তাহলে ৪০%– তাহলে বলুন আমরা যাব কোথায়? তাই সকলের পক্ষ হতে বিনীত নিবেদন বিষয়টি বিবেচনা করতে আপনার একান্ত মর্জি হয়।

শিক্ষকদের পক্ষ হতে–
রওশন, হড়গ্রাম, রাজশাহী কোর্ট।